পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

নামাযে আস্তে আমীন বলা উত্তম

রচনায়ঃ

মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী

সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, চট্টগ্রাম

www.almodina.com

সহীহ হাদীসের আলোকে

নামাযে আস্তে বলা উত্তম

রচনায়ঃ

মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী

মুতাখাসসিস ফিল হাদীস ওয়াল ফিকহ

সহকারী মুফতী- দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ

গফুর ভিউ এ/১৫৫৫ রাজাখালী, চাক্তাই, চট্টগ্রাম।

মোবাইল: ০১৮১২-৫১৯৫৮৯, ০১৯১৭-০৭২৯৩৫

সর্বস্বত্বঃ

লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকঃ

জনাব অলিয়ার রহমান স্মরণে

মুফতি অহিদুর রহমান ইসলামী গবেষণাগার কৈখালী, সদর, যশোর।

প্রকাশকালঃ

০৯ জানুয়ারী ২০১৬ ঈসায়ী, ২৭ রবিউল আওয়াল ১৪৩৭ হিজরী

মূল্যঃ

৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র।

বইটি পড়তে ভিজিট করুন

www.kafelaehaque.com

Pobitro Quran O Sohih Hadiser Aloke Namaje Aste Amin Bola Uttom

By: **Mufti Wakil Uddin Jessoree**

Specialist in Hadith & Islamic law.

Assistant Mufti: darul ifta khadimul quran was sunnah, Chittagong.

Price : 30/- Tk Only.

সুচিপত্র

আল্লামা শাহ আহমদ শফি দা. বা. এর অভিমত- ৪
হাফেয মাওলানা মুফতী অহিদুর রহমান দা. বা. এর অভিমত- ৬
লেখকের কথা- ৭
আমীন একটি দুআ- ৯
দুআ আস্তে করা উত্তম- ১০
আমীন বলার ফলিযত- ১০
আমীন বলার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে- ১২
জোরে আমীন বলা ও তার উত্তর- ১২
দ্বিতীয় বিষয় হল আস্তে আমীন বলা- ২৪
অভিযোগ ও তার উত্তর- ২৭
সহায়ক গ্রন্থাবলী- ৩১
লেখকের গ্রন্থাবলী- ৩২

পাক-ভারত উপমহাদেশের আযাদী আন্দোলনের অগ্রদূত, শায়খুল আরব ওয়াল আজম আওলাদে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আল্লামা সায়্যেদ হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর বিশিষ্ট খলিফা, মুসলেহে উম্মাহ, বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়্যা এর সম্মানিত চেয়ারম্যান, হেফাযতে ইসলাম বাংলাদেশ এর সম্মানিত আমীর, আল জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম এর স্বনামধন্য মহাপরিচালক ও শায়খুল হাদীস শায়খুল ইসলাম

"আল্লামা শাহ আহমদ শফি" দা. বা. এর

অভিমত ও দু'আ

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد.

নামাযে "আমীন" বলা যেমন সুন্নাত। তেমনি "আস্তে আমীন" বলাও সুন্নাত। কুরআন হাদীস গবেষণা করলে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, নামাযে "আস্তে আমীন" বলা সুন্নাত ও উত্তম। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ وَائِلٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَرَأَ: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ: " آمِينَ " وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ.

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর রাযি. বলেন,রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নামাযের ইমামতি করলেন যখন গাইরিল মাগযুবী আলাইহিম ওয়ালয্যাল্লীন পড়লেন নিম্নস্বরে "আমীন"বললেন।[১] হাদীসটি সহীহ।

আর এ কারণে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত হানাফী মাযহাবে এটিকে সুন্নাত বলে অবহিত করা হয়েছে। سُنَنُهَا وَالتَّأْمِينُ سِرًّا নামাযের একটি সুন্নাত হল, "আস্তে আমীন" বলা।[২] অথচ একদল বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে যে, নামাযের "আস্তে আমীন" বলা সঠিক নয়। যা সম্পূর্ণ মিথ্যা একটি দাবী মাত্র।

আমার অত্যন্ত আস্থাভাজন প্রিয় শাগেরদ তরুণ আলেম মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী, সহকারী মুফতী- দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ

[১] . মুসনাদে আহমদ ৩১/১৪৬ হা.১৮৮৫৪, মুসনাদে আবু দাউদ তয়ালুসি হা.১১১৭, মু'জামে কাবির লি তাবরানি হা.০৩, সুনানুল কুবরা লি বায়হাকি হা.২৪৪৭।

[২] . আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়া ৩/৫৮ নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট বিষয়ে চতুর্থ পরিচ্ছেদ, নামাযের সুন্নাত বিষয়ে তৃতীয় অনুচ্ছেদ।

চট্টগ্রাম- **"পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে নামাযে আস্তে আমীন বলা সুন্নাত ও উত্তম"** নামক বইটি রচনা করেছে। মাশা আল্লাহ, দলীলসমৃদ্ধ একটি কিতাব। এ বিষয়ে বিভ্রান্তি ও সংশয় নিরসনে বইটি পর্যাপ্ত ভুমিকা রাখবে। ইন শা আল্লাহ।

আমি দুআ করি আল্লাহ লিখক ও কিতাবকে এবং আমাদের সকলকে কবুল করুন। লিখককে আরো বেশী বেশী খিদমাতের তাওফীক দান করুন। আমীন।

আহমদ শফী
১৭ রবিউল আওয়াল ১৪৩৭ হিজরী
৩০ ডিসেম্বর ২০১৫ ইসায়ী

জামিয়া আরাবিয়া দারুল আরকাম যশোর এর সম্মানিত মুহাদ্দিস ও উপমহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ইসলামী বিদ্যাপিঠ আল জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর স্বনামধন্য মহাপরিচালক ও বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া (কওমী মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ড) বাংলাদেশ এর সম্মানিত চেয়ারম্যান, হেফাযতে ইসলাম বাংলাদেশ এর সম্মানিত আমীর, **আল্লামা শাহ আহমদ শফি দা. বা.** এর সুযোগ্য খলীফা,

হাফেয মাওলানা মুফতী অহিদুর রহমান দা. বা. এর

অভিমত

حـــــامدا ومصليا ومسلما أما بعد.

নামাযে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আর এ ইবাদত উত্তম পন্থায় আদায় করা শরীয়তের এক বিশেষ চাহিদা। আর এই চাহিদা অনুযায়ী নামায আদায় করা প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য। বর্তমান সময়ে লা মাযহাবী সম্প্রদায় নামাযের বিভিন্ন মাসআলা নিয়ে বিতর্কের জন্ম দিয়ে নামাযকে খেল তামাশার পাত্র বানিয়ে ফেলেছে, এবং উত্তম পন্থায় মানুষকে নামায পড়তে না দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। নামাযে আস্তে আমীন বলা যাবে না ইত্যাদি ধারণা দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। অথচ কুরআন ও হাদীসে নামাযে আস্তে আমীন বলা উত্তম বলে প্রমাণ বহন করে।

আর এ বিষয়ে মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী, সহকারী মুফতী- দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, চট্টগ্রাম- রচিত **"পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে নামাযে আস্তে আমীন বলা উত্তম"** কিতাবটি অধ্যায়ন করলে আল্লাহ চাহেন তো লা মাযহাবী ষড়যন্ত্রের কবল থেকে বেঁচে উক্ত বিষয়ে সঠিক ও উত্তম পদ্ধতির দিশা পাওয়া যাবে বলে আমি মনে করি।

আল্লাহ তা'আলা লেখককে উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং তার কলমকে সময়োপযোগী খেদমতে চালাবার তাওফীক দান করুন। আমীন।

অহিদুর রহমান
১৭ রবিউল আওয়াল ১৪৩৭ হিজরী
০১ জানুয়ারী ২০১৬ ঈসায়ী
রাত ৮:৩৫ মিনিট

লেখকের কথা

نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد.

নামাযে ইমাম মুক্তাদি সকলের জন্যই আস্তে আমীন বলা সুন্নাত। এটি সহীহ হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত। তারপরও একটি কুচক্রী মহল এটির বিরোধিতা করে চলেছেন। এটি সুন্নাত ও উত্তম হওয়া পবিত্র কুরআন সুন্নাহ এর আলোকে বিদ্যমান।

কিন্তু নামধারী তথাকথিত আহলে হাদীস বন্ধুগণ এটি নিয়ে অপপ্রচার চালিয়েই যাচ্ছেন। সত্য অস্বীকার করে তারা কেন এমনভাবে প্রচার করেন "আস্তে আমীন বলার হাদীস যঈফ।"

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম রাযি. নামাযে আস্তে আমীন বলেছেন। এটি সুন্নাত ও উত্তম।

তাছাড়াও ইমাম বুখারী রহ. ও ইমাম মুসলিম রহ. আমীন জোরে বলার পক্ষে তাদের মত থাকলেও তা হাদীস দ্বারা প্রমাণ করতে পারেন নি।

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত; রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- যখন তোমাদের কেউ আমীন বলে এবং আসমানে ফেরেশতাগণও আমীন বলে তোমাদের একে অপরের সাথে মিলে গেলে তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।[৩]

এ হাদীস দ্বারাও জোরে আমীন বলা প্রমাণ হয় না।

আর যে হাদীসগুলি দ্বারা জোরে আমীন বলার পক্ষে পেশ করা হয়, তা মূলত মুযতারিব ও যঈফ।

এ বিষয়ে বইটিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আশা করি ইনশাআল্লাহ সকলে উপকৃত হবেন।

বিজ্ঞ পাঠক মহলের কাছে বিনীত নিবেদন ভাষাগত কিংবা তথ্যগত কোন ভুলত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে অনুগ্রহপূর্বক অধমকে অবহিত করবেন। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করব এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নিব, ইনশাআল্লাহ। পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমার এই পুস্তিকা কবুল করেন ও সকলের জন্য উপকারী এবং আমার নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দিন। আমিন।

অকিল উদ্দিন

১৮ মুহাররম ১৪৩৭ হিজরী, ৩০অক্টোবর ২০১৫ ঈসায়ী, সন্ধ্যা ৬:৩৫ মিনিট

[৩]. বুখারী শরীফ ১/২৭১ হা. ৭৪৮ নামাযের গুণাবলীর অধ্যায়, আমীন বলার ফযিলত পরিচ্ছেদ। মুসলিম শরীফ ২/১৪২ হা. ৯৪৫ নামায অধ্যায়, আমীন বলা সামিআল্লাহু লিমান হামিদা বলা ও রাব্বানা লাকাল হামদ বলা পরিচ্ছেদ।

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد.

সমস্ত প্রসংশা মহান রাব্বুল আলামিনের জন্য; যিনি আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর।

বর্তমান সময়ে কিছু মসজিদে দেখা যাচ্ছে গুটি কয়েক মুসল্লী ইমাম সাহেবের সুরা ফাতিহা শেষে আমীন জোরে বলে থাকেন। যার কারণে অনেকেই চিন্তিত। এতদিন ধরে চলে আসা নামাযে আস্তে আমীন বলা কি সঠিক নয়? আমীন এত জোরে বলা হচ্ছে কেন? ইত্যাদি। অপর দিকে তথাকথিত আহলে হাদীস প্রচার করছে, নামাযে আস্তে আমীন বলা যাবেনা। আমীন জোরে বলতে হবে। আস্তে আমীন বলার হাদীস সঠিক নয়। তাদের এ সকল ভুল বক্তব্য দেয়ার কারণে ফিতনা সৃষ্টি হচ্ছে। মানুষদের সঠিক আমল থেকে বিরত রাখা হচ্ছে। এ দিকে যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক সহ কয়েকটি মিডিয়াতে বিভিন্নভাবে জোরে আমীন ও আস্তে আমীন বলা নিয়ে আলোচনার ঝড় উঠেছে। আর সেখানেও অনেকে অসত্য ও ভুল বক্তব্য দিয়ে চলেছে। সে কারণে বিষয়টি নিয়ে সামান্য কিছু লেখার ইচ্ছা করেছি। মহান আল্লাহ তায়ালাই তৌফিক দান কারী।

প্রতি নামাযে সুরা ফাতিহা শেষে আমীন বলা সুন্নাত। এটি পুরুষ, মহিলা, ইমাম, মুক্তাদি, একাকী নামায আদায়কারী সকলের জন্য।

আমীন آمِيْنَ আলীফ কে টেনে আদায় করতে হবে। রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- وَمَدَّ بِهَا صَوْتَه। আমীন টেনে পড়বে।[৪] آمِيْنَ অর্থ اَللّٰهُمَّ اِسْتَجِبْ বা اِسْتَجِبْ لِيْ অর্থাৎ হে আল্লাহ কবুল করুন বা আমাকে কবুল করুন।[৫]

[৪] . সুনানে তিরমিযি ২/২৭ হা. ২৪৮ নামায অধ্যায়, আমীন বলা পরিচ্ছেদ।
সুনানে দারাকুতনী ১/৩৩৪ হা. ১২৮৬ নামায অধ্যায়, সুরা ফাতিহার পর আমীন বলা পরিচ্ছেদ।

[৫] . লিসানুল আরব ১/২৩৬ হামযাহ পরিচ্ছেদ।

আমীন একটি দুআ

হযরত মুসা আলাইস সালাম আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে তার গোত্র সম্পর্কে কিছু অভিযোগ তুলে দুআ করেন। এরপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বললেন- قَدْ أُجِيْبَتْ دَعْوَتُكُمَا তোমাদের দোআ কবুল করা হয়েছে।[৬]

সুরা ইউনুসের ৮৮ নং আয়াতে উল্লেখ হয়েছে যে, মুসা আলাইহিস সালাম দোআ করেছেন। আর ৮৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে তাদের দু' জনের দুআ কবুল করা হয়েছে। তাফসীরে উল্লেখ হয়েছে-

وَهذه الدَّعْوَةُ كَانَتْ مِنْ مُوْسَى، عَلَيْهِ السَّلَامُ، .....وَلِهَذَا اسْتَجَابَ اللهُ تَعَالَى لِمُوْسَى، عَلَيْهِ السَّلَامُ، فِيْهِمْ هذه الدَّعْوَةُ، الَّتِيْ أَمَّنَ عَلَيْهَا أَخُوْهُ هَارُوْنُ، فَقَالَ تَعَالَى: قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا.

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম দুআ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা দুআ কবুল করেছিলেন। দুআটিতে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর ভাই হযরত হারুন আলাইহিস সালাম আমীন বলেছিলেন। আর তাই আল্লাহ তাআলা বলেছেন- তাদের দু'জনের দুআকে কবুল করা হয়েছে।[৭]

উপরোক্ত আয়াত ও তাফসীর থেকে একথা প্রতিয়মান হয় যে, আমীন آمِيْنَ একটি দুআ।

বুখারী শরীফে উল্লেখ হয়েছে- وَقَالَ عَطَاءٌ آمِيْنَ اَلدُّعَاءُ হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহ রহ. বলেন- আমীন হলো দুআ।[৮]

রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

إِنَّ اللهَ أَعْطَانِيَ التَّأْمِيْنُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا مِّنَ النَّبِيِّيْنَ قَبْلُ إِلَّا أَنْ يَّكُوْنَ اللهُ أَعْطَى هَارُوْنَ يَدْعُوْ مُوْسَى وَيُؤَمِّنُ هَارُوْنُ

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আয়া আমাকে আমীন দিয়েছেন। পূর্বে হযরত হারুন আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতিত কোন নবীকে দেয়া হয়নি। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম দুআ

[৬]. সুরা ইউনুস আয়াত: ৮৯

[৭]. তাফসীরে ইবনে কাসীর ৪/২৯১ সুরা ইউনুস আয়াত : ৮৯

[৮]. বুখারী শরীফ ১/২৭০ নামাযের গুণাবলী অধ্যায়, ইমামের জোরে আমীন বলা পরিচ্ছেদ।

করতেন। আর হযরত হারুন আলাইহিস সালাম আমীন বলতেন।[৯] হাদীসটিকে ইবনে খুযায়মা রহ. সহীহ বলেছেন।[১০]

হাদীস থেকেও একথা প্রমাণিত হলো যে, আমীন آمِيْنَ একটি দুআ।

দুআ আস্তে করা উত্তম।

পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে-

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট দুআ কর ক্রন্দনরত আবস্থায় ও সংগোপনে।[১১]

عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ وَخَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِيْ

হযরত সা'দ ইবনে মালেক রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, উত্তম যিকির হল গোপনীয়, অন্তর্নিহিত, আস্তে, আর উত্তম রিযিক হল যা যথেষ্ট হয়।[১২]

হাদীসটিকে ইবনে হিব্বান রহ. সহীহ বলেছেন।[১৩]

অতএব উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হল যে, দুআ আস্তে করা উত্তম। আল্লামা আমীন সফদর উকাড়বী রহ. এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, আগ্রহীগণ দেখতে পারেন।[১৪]

আমীন বলার ফলিযত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ وَقَالَتْ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

---

[৯]. সহীহ ইবনে খুযায়মাহ ৩/৩৯ হা. ১৫৮৬ নামায অধ্যায়, ইমামের পিছনে মুক্তাদি দাঁড়ানে ও তার সুন্নাতসমুহের অধ্যায়সমষ্টি, আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমীন দান করেছেন। এর পূর্বে হযরত হারুন আলাইস সালাম ব্যতিত অন্য কোন নবীকে এটা দেয়া হয়নি।

[১০]. সহীহ ইবনে খুযায়মাহ ৩/৩৯ হা. ১৫৮৬ নামায অধ্যায়, ইমামের পিছনে মুক্তাদি দাঁড়ানে ও তার সুন্নাতসমুহের অধ্যায়সমষ্টি, আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমীন দান করেছেন। এর পূর্বে হযরত হারুন আলাইস সালাম ব্যতিত অন্য কোন নবীকে এটা দেয়া হয়নি।

[১১]. সুরা আরাফ আয়াত ৫৫।

[১২]. মুসনাদে আহমাদ ১/১৭২ হা. ১৪৭৭, জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর মুসনাদ, হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা. এর মুসনাদ।

[১৩]. সহীহ ইবনে হিব্বান ৩/৯১ হা. ৮০৯ রাকায়েক অধ্যায়, যিকির পরিচ্ছেদ।

[১৪]. তাজাল্লিয়াতে সফদর ৩/১১৩-১১৭ আমীন বলার তাহকীক, প্রথম অধ্যায়, চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত; রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- যখন তোমাদের কেউ আমীন বলে এবং আসমানে ফেরেশতাগণও আমীন বলে তোমাদের একে আপরের সাথে মিলে গেলে তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।[১৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত; রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- ইমাম যখন আমীন বলে তখন তোমরাও আমীন বল; কেননা যে ব্যক্তির আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে মিলে যাবে, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।[১৬]

عَنْ أَبِيْ مُوسَى الاَشْعَرِيْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا وَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلاَتَنَا فَقَالَ « إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ يُحِبَّكُمُ اللَّهُ

হযরত আবু মুসা আল আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন- রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে খুতবা দিলেন, অতপর শিক্ষা দিলেন, আমাদের সুন্নাতের বর্ণনা করলেন ও আমাদের নামায শিক্ষা দিলেন অতপর বললেন- যখন তোমরা নামায আদায় করবে, তখন তোমাদের কাতার সোজা করবে, তোমাদের একজন ইমামতি করবে, যখন ইমাম তাকবীর বলবে তখন তোমরাও তাকবীর বলবে, যখন ইমাম বলবে গাইরিল মাগযুবী আলাইহিম ওয়ালাদ্দাল্লীন তখন তোমরা আমীন বলবে, তবে তোমাদের আল্লাহ তাআলা ভালবাসবেন।[১৭]

---

[১৫] . বুখারী শরীফ ১/২৭১ হা. ৭৪৮ নামাযের গুণাবলীর অধ্যায়, আমীন বলার ফযিলত পরিচ্ছেদ।
মুসলিম শরীফ ২/১৪২ হা. ৯৪৫ নামায অধ্যায়, আমীন বলা সামিআল্লাহু লিমান হামিদা বলা ও রাব্বানা লাকাল হামদ বলা পরিচ্ছেদ।

[১৬] . বুখারী শরীফ ১/২৭০ হা. ৭৪৭ নামাযের গুণাবলীর অধ্যায়, ইমামের আমীন জোরে বলা পরিচেছদ।
মুসলিম শরীফ ২/১৭ হা. ৯৪২ নামায অধ্যায়, আমীন বলা সামিআল্লাহু লিমান হামিদা বলা ও রাব্বানা লাকাল হামদ বলা পরিচ্ছেদ।

[১৭] . সুনানে আবী দাউদ ১/৩৬৭ হা. ৯৭৪ নামায অধ্যায়, তাশাহ্হুদ পরিচ্ছেদ।
সহীহ ইবনে খুযায়মা ৩/৩৭ হা. ১৫৮৪ নামায অধ্যায়, ইমামের পিছনে মুক্তাদি দাঁড়ানে ও তার সুন্নাতসমুহের অধ্যায়সমষ্টি, আল্লাহ তাআলা সুরা ফাতেহা শেষে আমীন পাঠকারীর ডাকে সাড়া প্রদান পরিচ্ছেদ।

আমীন বলার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে।

১. আমীন জোরে বলা

২. আমীন আস্তে বলা

প্রথমে জোরে আমীন বলা বিষয়ে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করব। ইনশাআল্লাহ।

হাদীসটির পূর্বে আস্তে ও জোরের পরিমান নিয়ে আলোচনা করাকে ভাল মনে করছি।

আরবী ভাষায় জেহের অর্থ জোরে আওয়াজ এবং এখফা অর্থ গোপন বা আস্তে।

আস্তের পরিমান তিনটি ১. মনে মনে বলা যাতে জিহ্বা ও ঠোট ব্যবহার হয়না। ২. মনের সাথে সাথে মুখেও উচ্চারণ হবে। নিজ কানে শ্রবন করা যাবে। ৩. মুখের আওয়াজ নিকটতমব্যক্তি শুনতে পারে।

জোরের পরিমানও তিনটি ১. আওয়াজ দু'চার বা এক কাতার পর্যন্ত শুনা যাবে। ২. এতো বেশী জোরও নয়। আর এত বেশী আস্তেও নয়, যা মুক্তাদিগণ শুনতে পারবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا.

আপনি নিজের নামায আদায়কালে স্বর উচ্চগ্রামে নিয়ে গিয়ে পড়বেন না এবং নিঃশব্দেও পড়বেন না। এতদুভয়ের মধ্যমপন্থা অবলম্বন করুন।[১৮]

অতএব বুঝা গেল যে, চার পাঁচ কাতার পর্যন্ত আওয়াজ যাবে।

৩. অত্যন্ত উচু আওয়াজে শব্দ উচ্চারণ করবে।[১৯]

অতএব বুঝা গেল যে, নামাযের প্রথম কাতারের নিকটতম কিছু মুসল্লীগণ ইমাম থেকে শ্রবণ করলেই তাকে জেহের বা জোরে বলা সঠিক হবে না। কেননা সেটাও আস্তেরই অন্তর্ভুক্ত।

জোরে আমীন বলা ও তার উত্তর

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ وَلاَ الضَّالِّينَ قَالَ آمِينَ. وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ.

[১৮]. সুরা বনী ইসরাঈল আয়াত: ১১০

[১৯]. তাজাল্লিয়াতে সফদর ৩/১১১-১১২ মাসআলায়ে আমীনের তাহকীক, প্রথম পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ।

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র রাযি. থেকে বর্ণিত; রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ওয়ালায্‌যীন বলতেন তখন আমীন বলতেন; এবং আওয়াজ বড় করতেন।[২০]

হাদীসটি যয়ীফ।

মুহাম্মাদ ইবনে আলী নিমাবী রহ. মৃত্যু ১৩২২ হিজরী বলেন-

وهو حديث مضطرب

হাদীসটি মুযতারীব।[২১]

এবং আরো বলেন-

হাদীসটি আনেকেই সহীহ বলেছেন। তবে তাহকীকের পরে হাদীসটি এযতেরাবের দ্বারা যয়ীফ প্রমাণিত হয়।[২২]

অনেকে এ হাদীস থেকে "জোরে আমীন" বলার দলিল দিয়ে থাকেন। অথচ এ হাদীসটির অর্থ হল আমীন উঁচু আওয়াজে বলা হয়েছে। যা পিছনের কাতার থেকে শ্রবণ করা যায়। এটা জোরে আমীন বলা নয়। যা আস্তে আমীন বলার ৩ নং পদ্ধতিতে শামিল। অতএব এ হাদীস থেকেও আস্তে আমীন বলা প্রমাণিত হয়।

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَجَهَرَ بِآمِينَ.

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র রাযি. থেকে বর্ণিত; তিনি রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে নামায আদায় করেছেন। রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমীন জোরে বলেছেন।[২৩]

আল্লামা নিমাবী রহ. মৃত্যু ১৩২২ হিজরী বলেন-

هذا من جهة بعض الرواة كأنه نقله بالمعني والصواب رفع بها صوته كما في اكثر الروايات–

এটা কিছু বর্ণনাকারীগণ এমন বর্ণনা করেছেন। এটা মূলত "আস্তে আমীন" বলার অর্থ নকল করেছেন। সঠিক হল আমীন বলতে আওয়াজ উচু করেছেন। যা অধিক বর্ণনায় এসেছে।[২৪]

---

[২০] . আবু দাউদ ১/৩৫১ হা. ৯৩৩ নামায অধ্যায়, ইমামের পিছনে আমীন বলা পরিচ্ছেদ।
[২১] . আসারুস সুনান পৃ ১৩৯ নামাযের গুণাবলী অধ্যায়, আমীন জোরে বলা পরিচ্ছেদ।
[২২] . আসারুস সুনান পৃ ১৩৯ নামাযের গুণাবলী অধ্যায়, আমীন জোরে বলা পরিচ্ছেদ।
[২৩] . আবু দাউদ ১/৩৫১ হা. ৯৩৪ নামায অধ্যায়, ইমামের পিছনে আমীন বলা পরিচ্ছেদ।
[২৪] . আসারুস সুনান পৃ ১৩৯ নামাযের গুণাবলী অধ্যায়, আমীন জোরে বলা পরিচ্ছেদ।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّه –صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ– إِذَا تَلاَ (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ) قَالَ « آمِينَ ». حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيه منَ الصَّفِّ الأَوَّل.

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত; রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তেলাওয়াত করতেন- গায়রিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালায্যাল্লীন; তখন আমীন বলতেন এমনকি প্রথম কাতারের নিকটবর্তীগণ তা শুনতে পেতেন।[২৫]

আল্লামা নিমাবী রহ. মৃত্যু ১৩২২ হিজরী বলেন- হাদীসটির সনদ যয়ীফ।[২৬]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ – تَرَكَ النَّاسُ التَّأْمِيْنَ . وَكَانَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ غَيْرُ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ آمِيْنَ حَتَّى يَسْمَعَهَا أَهْلُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ . فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন- মানুষ আমীন বলা ছেড়ে দিয়েছে। রাসুল সা. যখন বলতেন- গায়রিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালায্যাল্লীন; তখন আমীন বলতেন এমনকি প্রথম কাতারের মানুষ তা শুনতে পেতেন। তা দ্বারা মসজিদ আওয়াজে কম্পিত হত।[২৭]

মুহাম্মাদ ইবনে আলী নিমাবী রহ. মৃত্যু ১৩২২ হিজরী বলেন-

اسناده ضعيف

হাদীসটির সনদ যয়ীফ।[২৮]

মুহাম্মাদ ইবনে আলী নিমাবী রহ. মৃত্যু ১৩২২ হিজরী বলেন-

ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদীসটি আবু দাউদ শরীফে উল্লেখ করেছেন- বিশর ইবনে রাফে এর সনদে, তবে সেখানে

فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ

তা দ্বারা মসজিদ আওয়াজে কম্পিত হত।[২৯]

শব্দটা বর্ণিত হয়নি।

হাদীসটি হলো-

---

[২৫] . আবু দাউদ ১/৩৫২ হা. ৯৩৫ নামায অধ্যায়, ইমামের পিছনে আমীন বলা পরিচ্ছেদ।

[২৬] . আসারুস সুনান পৃ ১৩৯ নামাযের গুণাবলী অধ্যায়, আমীন জোরে বলা পরিচ্ছেদ।

[২৭] . ইবনে মাজাহ ১/২৭৮ হা. ৮৫৩ নামায অধ্যায়, আমীন জোরে বলা পরিচ্ছেদ।

[২৮] . আসারুস সুনান পৃ ১৪১ হা. ৩৭৯ নামাযের গুণাবলী অধ্যায়, আমীন জোরে বলা পরিচ্ছেদ।

[২৯] . ইবনে মাজাহ ১/২৭৮ হা. ৮৫৩ নামায অধ্যায়, আমীন জোরে বলা পরিচ্ছেদ।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذَا تَلاَ (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ) قَالَ « آمِينَ ». حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيه مِنَ الصَّفِّ الأَوَّل.

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত; রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তেলাওয়াত করতেন- গায়রিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালায্যাল্লীন; তখন আমীন বলতেন এমনকি প্রথম কাতারের নিকটবর্তীগণ তা শুনতে পেতেন।[৩০]

আর মুসনাদে আবী ইয়ালাতেও হাদীসটি উল্লেখ হয়েছে এভাবে-

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : تَرَكَ النَّاسُ آمِيْنَ إِنَّ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ قَالَ : آمِيْنَ حَتَّى يَسْمَعَ الصَّفَّ الْأَوَّلَ.

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত; রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- মানুষ আমীন বলা ছেড়ে দিয়েছে। রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন গায়রিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালায্যাল্লীন; পড়তেন; তখন আমীন বলতেন প্রথম কাতার থেকে তা শুনা যেত।[৩১]

আবু দাউদ শরীফ ও মুসনাদে আবী ইয়া'লা এর হাদীস দু'টির সনদ একই-

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمِّ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ.[32]

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُهَضَمِيِّ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمِّ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ.[33]

অতএব এ কথা প্রকাশ্য যে, ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত হাদীসে-

فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ

তা দ্বারা মসজিদ আওয়াজে কম্পিত হত।[৩৪]

অতিরিক্ত।

---

[৩০]. আবু দাউদ ১/৩৫২ হা. ৯৩৫ নামায অধ্যায়, ইমামের পিছনে আমীন বলা পরিচ্ছেদ।

[৩১]· মুসনাদে আবী ইয়া'লা ১১/৮৯ হা. ৬২২০ মুসনাদে আবী হুরায়রা রা. অধীন, আবু হাযেম আবু হুরায়রা রা. থেকে।

[৩২]. আবু দাউদ ১/৩৫২ হা. ৯৩৫ নামায অধ্যায়, ইমামের পিছনে আমীন বলা পরিচ্ছেদ।

[৩৩]· মুসনাদে আবী ইয়া'লা ১১/৮৯ হা. ৬২২০ মুসনাদে আবী হুরায়রা রা. অধীন, আবু হাযেম আবু হুরায়রা রা. থেকে।

[৩৪]. ইবনে মাজাহ ১/২৭৮ হা. ৮৫৩ নামায অধ্যায়, আমীন জোরে বলা পরিচ্ছেদ।

আর হাদীসের সনদে বিশর ইবনে রাফে সম্পর্কে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন-

ليس بشيئ ضعيف الحديث

কিছুই নয় হাদীসে দুর্বল।

ইমাম বুখারী রহ. বলেন-

لا يتابع في حديثه

তার হাদীস সমর্থনযোগ্য নয়।

ইমাম নাসায়ী রহ. বলেন-

ضعيف

তিনি দুর্বল।

ইয়াহয়া ইবনে মাঈন বলেন-

يحدث بمناكير

তিনি মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন।

ইমাম আবু হাতেম বলেন-

ضعيف الحديث منكر الحديث لا نري له حديثا قائما

হাদীসে দুর্বল হাদীসে মুনকার তার সঠিক হাদীস আমরা দেখিনা।[৩৫]

ইবনে হিব্বান রহ. বলেন-

يروى أشياء موضوعة،

তিনি জাল হাদীস বর্ণনা করেন।[৩৬]

ইবনে আব্দিল বার রহ. বলেন-

وبشر بن رافع عندهم منكر الحديث قد اتفقوا على إنكار حديثه ، وطرح ما رواه وترك الاحتجاج به لا يختلف علماء الحديث في ذلك ،

বিশর ইবনে রাফে সকলের নিকট মুনকারুল হাদীস। তার হাদীসের আস্বীকারের বিষয়ে সকলেই ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তার বর্ণনাকৃত হাদীস প্রত্যাখ্যান

[৩৫]. তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল ২/ ৫২ রা. ৬৭৮ বিশর ইবনে রাফে আল হারেসী।

[৩৬]. মিযানুল ইতিদাল ১/২৬২ রা. ১১৯৪

করেছেন। তার দ্বারা দলিল পেশ করাকে ছেড়ে দিয়েছেন। এ বিষয়ে হাদীস গবেষণাকারী আলেমদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই।[৩৭]

অতএব বুঝা গেল যে, এমন ব্যক্তির মাধ্যমে দলিল দেয়া যাবেনা। সাথে সাথে হাদীসের প্রথম অংশ-

حَتَّى يَسْمَعَهَا أَهْلُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ .

এমনকি প্রথম কাতারের মানুষ তা শুনতে পেতেন।

শেষাংশ-

فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ

তা দ্বারা মসজিদ আওয়াজে কম্পিত হত।[৩৮]

প্রথম অংশের দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রথম কাতারের নিকটবর্তীগণ শুনতেন। দ্বিতীয় অংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, মসজিদ আওয়াজে প্রকম্পিত হত। দু'টি কথা একটি অপরের বিপরিত।

তবে হাদীসে জোরে আমীন বলার কোন শব্দ বর্ণিত হয়নি।

হযরত মাওলানা আমীন সফদর উকাড়বী রহ. বলেন-

فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ

তা দ্বারা মসজিদ আওয়াজে কম্পিত হত।[৩৯]

হাদীসের এ অংশটি প্রকাশ্যভাবে কুরআনের বিরোধী। কেননা বর্ণনাটিতে রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আওয়াজ প্রথম কাতার পর্যন্ত শুনা যেত। কিন্তু তথাকথিত আহলে হাদীসের ধারণা মতে মুক্তাদিদের আওয়াজ এমন উচ্চস্বরে হত যেন মসজিদ প্রকম্পিত হত। উক্ত হাদীসের ভুল বর্ণনা মতে বুঝা যায় যে, নাউযুবিল্লাহ সাহাবায়ে কেরাম রাযি. প্রকাশ্যভাবে কুরআনের বিপরিত কাজ করেছেন। কেনন আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

---

[৩৭]. আল ইনসাফ- ইবনে আব্দিল বার ১/১০ হা. ৬ নামাযে বিসমিল্লাহ পড়া মতভেদের আলোচনা পরিচ্ছেদ।

[৩৮]. ইবনে মাজাহ ১/২৭৮ হা. ৮৫৩ নামায অধ্যায়, আমীন জোরে বলা পরিচ্ছেদ।
আত তা'লীকুল হাসান পৃ. ১৪১-১৪২

[৩৯]. ইবনে মাজাহ ১/২৭৮ হা. ৮৫৩ নামায অধ্যায়, আমীন জোরে বলা পরিচ্ছেদ।

হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করোনা এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরুপ উঁচুস্বরে কথা বল, তার সাথে সেরুপ উঁচুস্বরে কথা বলোনা। এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবেনা।[৪০]

অথচ এই ভুল বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম রাযি. বিশেষভাবে মসজিদে রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে দাঁড়িয়ে কুরআনের নির্দেশ অমান্য করেছেন এবং নিজেদের নামায নষ্ট করেছেন। নাউযুবিল্লাহ।[৪১]

অনেকে বুখারী শরীফে বর্ণিত উক্তি দ্বারা জোরে আমীন বলার জন্য দলিল পেশ করেন-

أَمَّنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَمَنْ وَرَاءَهُ حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُنَادِي الْإِمَامَ لَا تَفُتْنِي بِآمِينَ

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র রাযি. ও তার পিছনের মুসল্লিগণ এমনভাবে আমীন বলতেন যে মসজিদে আওয়াজ হত। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. ইমামকে ডেকে বলতেন আমাকে আমীন বলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবেন না।[৪২]

অনেকে উপরোক্ত কথা দ্বারা জোরে আমীন বলার দলিল দিতে চান। অথচ এ শব্দ দ্বারা জোরে আমীন বলা প্রমাণিত হয় না। কেননা, আরবী ভাষায় لَجَّة শব্দের অর্থ হলো, اختلاط الأصوات আওয়াজ মিশ্রিত হওয়া। বলা হয় سمعت لجة الناس أصواتهم وصخبهم আমি শুনেছি মানুষের আওয়াজ ও তাদের দূর্বল ধ্বনি।[৪৩] এবং صخب এর অর্থ হলো, علت فيه الأصوات واختلطت যেখানের আওয়াজ দূর্বল ও মিশ্রিত।[৪৪]

সুতরাং لَجَّة এর অর্থ হলো, আস্তে আওয়াজ। অতএব এ কথার অর্থ হল, নামাযে প্রত্যেকেই আমীন বলতেন। আর তা নিজের কানে শ্রবণ করা যেত। বা নিকটতম ব্যক্তি আমীন বলা শুনতে পেতেন। আর ইহা আস্তে আমীন বলার অন্তর্ভুক্ত। উপরে

---

৪০. সুরা হুজরাত আয়াত: ২

৪১. তাজাল্লিয়াতে সফদর ৩/১৩৫ মাসআলায়ে আমীনের তাহকীক, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, তৃতীয় বিষয়ে মুক্তাদিদের আমীনের মাসআলা।

৪২. বুখারী শরীফ ১/১৫৬ আযান অধ্যায়, ইমামের স্বশব্দে আমীন বলা পরিচ্ছেদ।

৪৩. আল মু'জামুল ওয়াসীত ২/৮১৬ লাম পরিচ্ছেদ।

৪৪. আল মু'জামুল ওয়াসীত ১/৫০৮ সাদ পরিচ্ছেদ।

আস্তে আমীন বলার পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। এটা তারই অন্তর্ভুক্ত। উপরোক্ত হাদীস দ্বারা জোরে আমীন বলা প্রমাণিত হয় না।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : تَرَكَ النَّاسُ آمِيْنَ إِنَّ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ قَالَ : آمِيْنَ حَتَّى يَسْمَعَ الصَّفَّ الْأَوَّلَ.

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত; রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- মানুষ আমীন বলা ছেড়ে দিয়েছে। রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন গায়রিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালায্যাল্লীন; পড়তেন; তখন আমীন বলতেন প্রথম কাতার থেকে তা শুনা যেত।[৪৫]

এ হাদীসটি দ্বারাও আস্তে আমীন বলার প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা আমীন বলার আওয়াজ নিকটতম ব্যক্তিগণ তথা প্রথম কাতারের কিছু মানুষ শুনতে পেতেন। কিন্তু এ আস্তে আমীন বলার আওয়াজ হযরত আবু হুরায়রা রাযি. শুনতে না পেয়ে তিনি বলেছেন- মানুষ আমীন বলা ছেড়ে দিয়েছেন। সুতরাং এ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, এটি আস্তে আমীন ছিল।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ : آمِينَ. قال النيموي وفي اسناده لين.

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সুরা ফাতেহা শেষ করতেন, আওয়াজ উঁচু করতেন এবং আমীন বলতেন।[৪৬]

আল্লামা নিমাবী রহ. মৃত্যু ১৩২২ হিজরী. বলেন-হাদীসটির সনদে লায়্যিন (নম্রতা) আছে।

হাদীসটিকে হাকেম আবু আব্দল্লাহ নিসাপুরী রহ. বলেন-

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه بهذا اللفظ

হাদীসটি ইমাম বুখারী রহ ও ইমাম মুসলিম রহ. এর শর্ত অনুযায়ী সহীহ। কিন্তু তারা এ বাক্যে হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণনা করেন নি।[৪৭]

---

৪৫ · মুসনাদে আবী ইয়া'লা ১১/৮৯ হা. ৬২২০ মুসনাদে আবী হুরায়রা রা. অধীন, আবু হাযেম আবু হুরায়রা রা. থেকে।

৪৬ . সুনানে দারাকুতনী ১/৩৩৫ হা. ১২৮৯ নামায অধ্যায়, নামাযে সুরা ফাতেহার পর আমীন বলা ও জোরে বলা পরিচ্ছেদ।
আল মুস্তাদরাক ১/৩০৪ হা. ৮১২ ইমামতি ও জামাতে নামায অধ্যায়, আমীন বলা পরিচ্ছেদ।

আল্লামা নিমাবী রহ. মৃত্যু ১৩২২ হি. বলেন-

وقد اغتر الحافظ ابن القيم بتصحيح الحاكم وقال في اعلام الموقعين: رواه الحاكم باسناد صحيح.

হাফেয ইবনে কায়্যিম রহ. হাকিম রহ. এর হাদীসটি সত্যায়নে ধোঁকার শিকার হয়েছেন, তিনি ইলামুল মুআক্কিঈনে বলেন- হাকিম রহ. সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।[৪৮]

কেননা হাদীসটির সনদে "ইসহাক ইবনে ইবরাহিম ইবনে আলা আয যুবায়দি ইবনে যাবরীক" নামক বর্ণনাকারী আছেন। তিনি বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ কিতাবে তার কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি। ইমাম নাসায়ী ও আবু দাউদ তাকে যয়ীফ সাব্যস্ত করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে আউফ আত তায়ী তাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করেছেন।

ইমাম যাহবী রহ. মিজানুল ইতিদালে বলেন-

قال ابو حاتم: لا باس به

আবু হাতেম বলেছেন- কোন সমস্যা নেই। ইবনে মাঈন থেকে তার বিষয়ে প্রশংসা করতে শুনেছি।

ইমাম নাসায়ী রহ. বলেন-

ليس بثقة

তিনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি নয়।

ইমাম আবু দাউদ রহ. বলেন-

ليس بشيء

কোন জিনিস নয়।

মুহাদ্দিস হিমস মুহাম্মাদ ইবনে আউফ আত তায়ী তাকে মিথ্যুক হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

আল্লামা হাফেয রহ. তাহযীবুত তাহযীব নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন-

আজুররী আবু দাউদ থেকে বর্ণনা করেন- মুহাম্মাদ ইবনে আউফ বলেন- ইসহাক ইবনে যাবরীক মিথ্যা বলে এটা আমি সন্দেহ করি না।

---

[৪৭]. আল মুস্তাদরাক ১/৩০৪ হা. ৮১২ ইমামতি ও জামাতে নামায অধ্যায়, আমীন বলা পরিচ্ছেদ।

[৪৮]. এলামুল মুআক্কিঈন ২/৪৬৭

তিনি তাকরীবে বলেন- তিনি সত্যবাদী অধিক সন্দেহে (ওয়াহাম) পড়েন। হাদীসটির সনদ ওয়াহামযুক্ত এবং হাদীসটি অসংরক্ষিত।[৪৯]

তাছাড়া ইমাম দারকুতনী রহ. বলেন-

هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ .

হাদীসটির সনদ হাসান।[৫০]

এটা ইমাম দারাকুতনী রহ. হাদীসটির সনদ হাসান বলেও পরবর্তীতে হাদীসটি ইলালযুক্ত বলে স্বীকার করেছেন।

ইমাম দারাকুতনী "আল ইলালুল ওয়ারিদাহ ফিল আহাদীসিন নববীয়্যাহ" নামক কিতাবে উল্লেখ করেন-

واختُلف عَنِ الزُّبَيدِيِّ فِي إسناده ومَتنه ، فَرَواهُ عَبد الله بن سالمٍ ، عَنِ الزُّبَيدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن سَعِيدٍ ، وأَبِي سَلَمَة ، عَن أَبِي هُرَيرة ، أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، كان إذا فَرَغ من قِراءَة فاتحَة الكتاب ، رَفَع صَوتَهُ بآمِينَ.

وَرَواهُ بَقِيَّةُ ، عَنِ الزُّبَيدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن أَبِي سَلَمَة وحدَهُ ، عَن أَبِي هُرَيرة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : إِذا أَمَّن الإِمامُ ، فَأَمِّنُوا..... والمَحفُوظُ عَنِ الزُّهْرِيّ : إِذا أَمَّن الإِمامُ ، فَأَمِّنُوا.

যুবায়দি নামক বর্ণনাকারী থেকে হাদীসের সনদ ও মতনে মতভেদ উল্লেখ করা হয়েছে, সুতরাং আব্দুল্লাহ ইবনে সালেম তিনি যুবায়দি থেকে তিনি যুহরী থেকে তিনি সাঈদ ও আবী সালামা থেকে তিনি হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সুরা ফাতেহা থেকে ফারেগ হতেন আমীন উঁচু আওয়াজে বলতেন। হাদীসটিকে অন্যরা বর্ণনা করেছেন যুবায়দি থেকে তিনি যুহরী থেকে তিনি শুধুমাত্র আবু সালামা থেকে তিনি হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, যখন ইমাম আমীন বলবে তখন তোমরাও আমীন বলবে।..... তবে যুহরী থেকে "যখন ইমাম আমীন বলবে তখন তোমরাও আমীন বলবে।" সংরক্ষিত।[৫১]

---

[৪৯] . আত তা'লিকুল হাসান পৃ. ১৪০, হাদীস ৩৭৮ নং আলোচনা, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্টাবলী পরিচ্ছেদসমূহ, আমীন জোরে বলা পরিচ্ছেদ।

[৫০] . সুনানে দারাকুতনী ১/৩৩৫ হা. ১২৮৯ নামায অধ্যায়, নামাযে সুরা ফাতেহার পর আমীন বলা ও জোরে বলা পরিচ্ছেদ।

[৫১] . আল ইলালুল ওয়ারিদাহ ফিল আহাদীসিন নববীয়্যাহ ৮/৮৫,৮৭ হযরত আবু হুরায়রা রা. এর বাকী মুসনাদ।

অতএব হাদীসটির সনদে নম্রতা রয়েছে, ইলালযুক্ত হওয়ায় হাদীসটি সহীহ নয়।

عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا قَالَ وَلاَ الضَّالِّينَ قَالَ : آمِينَ. مَدَّ بِهَا صَوْتَهُ .

হযরত আব্দুল জব্বার ইবনে ওয়ায়েল রাযি. থেকে বণিত, তিনি তার পিতা ওয়ায়েল ইবনে হুজর রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিছনে নামায পড়েছি। তিনি বলেন যখন তিনি ওয়ালায্যা'ল্লীন বলেন, তিনি আমীন বলেন। তার আওয়াজ লম্বা করলেন।[৫২] হাদীসটিকে ইমাম দারাকুতনী রহ. সহীহ বলেছেন।[৫৩]

হাদীসটির বর্ণনাকারী হযরত আব্দুল জব্বার ইবনে ওয়ায়েল তার পিতা থেকে শ্রবণ করেন নি। কেননা তিনি তার পিতার মৃত্যুর ছয় মাস পর জন্ম গ্রহণ করেন। অতএব হাদীসটিতে আব্দুল জব্বার রহ. এর তার পিতা থেকে শ্রবণ প্রমাণিত নয়। সুতরাং হাদীসটি সহীহ নয়।

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ فَقَالَ : آمِينَ. و مَدَّ بِهَا صَوْتَهُ

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে গায়রিল মাগযুবী আলাইহিম ওয়ালায্যা'ল্লীন পড়তে শুনেছি। অতপর আমীন বললেন এবং আওয়াজ টেনে বললেন। হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযি রহ. হাসান বলেছেন।[৫৪]

অর্থাৎ আমীনের মধ্যে আলীফকে টেনে পড়েছেন।

আর যদি জোরেও পড়ে থাকেন হবে তা ছিল শিক্ষা দেওয়ার জন্য। যেভাবে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. নামাযে কখনো কখনো সানা জোরে পড়েছেন এবং আবু হুরায়রা রাযি. আউযুবিল্লাহ জোরে পড়ে শিক্ষা দিয়েছেন। ঠিক তেমনি ভাবে মাঝে মধ্যে আমীন জোরে বলে শিক্ষা দিয়েছেন। "কিতাবুল আসমা ওয়াল কুনা" নামক কিতাবে হাফেজ আবু বাশর আদ্দুলাবী রহ. একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন-

---

আত তা'লিকুল হাসান পৃ. ১৪০, হাদীস ৩৭৮ নং আলোচনা, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্টাবলী পরিচ্ছেদসমূহ, আমীন জোরে বলা পরিচ্ছেদ।

[৫২]. সুনানে দারাকুতনী ১/৩৩৪ হা. ১২৮৬ নামায অধ্যায়, নামাযে সুরা ফাতেহার পর আমীন বলা ও জোরে বলা পরিচ্ছেদ।

[৫৩]. সুনানে দারাকুতনী ১/৩৩৪ হা. ১২৮৬ নামায অধ্যায়, নামাযে সুরা ফাতেহার পর আমীন বলা ও জোরে বলা পরিচ্ছেদ।

[৫৪]. সুনানে তিরমিযি ২/২৭ হা.২৪৮ নামায অধ্যায়, আমীন বলা পরিচ্ছেদ।

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ يَقُوْلُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ حَتَّى رَأَيْتُ خَدَّهُ مِنْ هَذَا الْجَانِبِ وَمِنْ هَذَا الْجَانِبِ وَقَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقَالَ آمِيْنَ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ مَا أَرَاهُ الَّا يُعَلِّمُنَا.

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর আল হাযরমী রাযি. বলেন আমি রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখেছি যখন নামায থেকে ফারেগ হতেন, তখন এদিক ও ঐদিক দিয়ে তার গাল দেখতে পেতাম। এবং যখন গায়রিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালায্যা'ল্লীন বলেন অতপর আমীন বলেন এবং আওয়াজ লম্বা করেন আমি এরকম দেখেনি তবে তিনি এ দ্বারা আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। হাদীসটিও যয়ীফ। হাদীসটির সনদে ইয়াহয়া ইবনে সালামা নামক বর্ণনাকারী যয়ীফ।[৫৫]

আল্লামা আমীন সফদর উকাড়বী রহ. উল্লেখ করেন-

হযরত সুফয়ান সওরী রহ. এর দশজন ছত্র। তন্মধ্যে নয়জন ছাত্র ১. ইয়াহয়া ইবনে সাঈদ, ২. আব্দর রহমান ইবনে মাহদী, ৩. আব্দল্লাহ ইবনে ইফসুফ, ৪. মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ, ৫. ক্বাবীসা, ৬. ওয়াকী, ৭, মাহরেবী, ৮. আলা ইবনে সালেহ, ৯. ইয়াহয়া ইবনে সালামা, এই নয়জন ছাত্র হযরত সুফয়ান সওরী রহ, থেকে مَدَّ بِهَا صَوْتَهُ বর্ণনা করেছেন। যা "জোরে আমীন" বলার উপর প্রমাণিত নয়। তবে হ্যাঁ মুহাম্মাদ ইবনে কাসীর رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ বলেছেন। (আবু দাউদ হা. ৯৩৩)। হাদীসটিতে বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনে কাসীর অধিকাংশ ভুলকারী। সুতরাং مَدَّ بِهَا صَوْتَهُ এবং رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ অধিকাংশ ভুলকারী এবং শায।[৫৬]

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُوْدُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّأْمِيْنَ.

হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত; রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- ইহুদীরা তোমাদের উপর কোন বিষয়ে হিংসা করে না। তবে তোমাদের সালাম ও আমীন বলা নিয়ে হিংসা করে।[৫৭] হাদীসটি সহীহ।

---

[৫৫]. আসারুস সুনান পৃ ১৩৯ নামাযের গুণাবলী অধ্যায়, আমীন জোরে বলা পরিচ্ছেদ।

[৫৬]. তাজাল্লিয়াতে সফদর ৩/১৪১-১৪২ আমীনের মাসআলার তাহক্বীক, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, চতুর্থ দাবী ইমামের আমীন জোরে বলা।

[৫৭]. ইবনে মাজাহ ১/২৭৮ হা. ৮৫৬ নামায অধ্যায়, আমীন জোরে বলা পরিচ্ছেদ।

অনেকে এই হাদীস দ্বারা "জোরে আমীন" বলার দলিল হিসেবে পেশ করেন। অথচ উক্ত হাদীসে "জোরে আমীন" বলার কোন শব্দও উচ্চারিত হয়নি। অতএব উক্ত হাদীস দ্বারা "জোরে আমীন" বলার দলিল দেওয়ার যাবে না।

অতএব বুঝা গেল জোরে আমীন বলার হাদীসগুলি যয়ীফ এবং তার দ্বারাও উদ্দেশ্য হল শিক্ষা দেয়া বা উঁচু আওয়াজ পিছন কাতার থেকে শ্রবণ করা। যা দ্বারা জোরে আমীন বলা প্রমাণিত হয় না। আর কাছ থেকে শ্রবণ করা গেলেও তা "আস্তে আমীন" বলার অন্তর্ভুক্ত। জোরে আমীন বলা নয়।

অনেকে বুখারী শরীফ থেকে জোরে আমীন বলার দলিল দিতে চান অথচ ইমাম বুখারী রহ. "জোরে আমীন" বলার পরিচ্ছেদ কায়েম করেছেন। অথচ তিনি রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস দ্বারা তার দাবীর স্বপক্ষে দলিল দিয়ে জোরে আমীন বলা প্রমাণ করতে পারেন নি।

দ্বিতীয় বিষয় হল আস্তে আমীন বলা।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ وَقَالَتْ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত; রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- যখন তোমাদের কেউ আমীন বলে এবং আসমানে ফেরেশতাগণও আমীন বলে তোমাদের একে অপরের সাথে মিলে গেলে তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।[৫৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত; রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- ইমাম যখন আমীন বলে তখন তোমরাও আমীন বল; কেননা যে ব্যক্তির আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে মিলে যাবে, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।[৫৯]

---

[৫৮]. বুখারী শরীফ ১/২৭১ হা. ৭৪৮ নামাযের গুণাবলীর অধ্যায়, আমীন বলার ফযিলত পরিচ্ছেদ। মুসলিম শরীফ ২/১৪২ হা. ৯৪৫ নামায অধ্যায়, আমীন বলা সামিআল্লাহু লিমান হামিদা বলা ও রাব্বানা লাকাল হামদ বলা পরিচ্ছেদ।

[৫৯]. বুখারী শরীফ ১/২৭০ হা. ৭৪৭ নামাযের গুণাবলীর অধ্যায়, ইমামের আমীন জোরে বলা পরিচেছদ। মুসলিম শরীফ ২/১৭ হা. ৯৪২ নামায অধ্যায়, আমীন বলা সামিআল্লাহু লিমান হামিদা বলা ও রাব্বানা

عَنْ أَبِيْ مُوسَى الاَشْعَرِيْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا وَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلاَتَنَا فَقَالَ « إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ يُحبِّكُمُ اللَّهُ

হযরত আবু মুসা আল আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন- রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে খুতবা দিলেন, অতপর শিক্ষা দিলেন, আমাদের সুন্নাতের বর্ণনা করলেন ও আমাদের নামায শিক্ষা দিলেন অতপর বললেন- যখন তোমরা নামায আদায় করবে তখন তোমাদের কাতার সোজা করবে, তোমাদের একজন ইমামতি করবে, যখন ইমাম তাকবীর বলবে তখন তোমরাও তাকবীর বলবে, যখন ইমাম বলবে গাইরিল মাগযুবী আলাইহিম ওয়ালায্যা'ল্লীন তখন তোমরা আমীন বলবে, তবে তোমাদের আল্লাহ তাআলা ভালবাসবেন।[৬০]

উপরোক্ত দলিল দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, আমীন আস্তে বলতে হবে। কেননা এক তো জোরে আমীন বলার কোন কথা নেই। দ্বিতীয় ফেরেশতাদের সাথে আমাদের আমীন বলার কথা বলা হয়েছে। যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আস্তেই কারণ ফেরেশতাগণের জোরে আমীন বলাও প্রমাণিত নয়। সুতরাং আস্তেই আমীন বলবে।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا يَقُولُ « لاَ تُبَادِرُوا الإِمَامَ إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ وَلاَ الضَّالِّينَ . فَقُولُوا آمِينَ. وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ».

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে (নামাযের) প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে বলতেন। ইমামের আগে কোন কাজ করো না। সে যখন আল্লাহু আকবার বলে, তখন তোমরাও আল্লাহু আকবার বলো। সে যখন 'অলায্যা'ল্লীন' বলে, তোমরাও তখন 'আমীন' বল। সে যখন

লাকাল হামদ বলা পরিচ্ছেদ।

৬০. সুনানে আবী দাউদ ১/৩৬৭ হা. ৯৭৪ নামায অধ্যায়, তাশাহ্হুদ পরিচ্ছেদ।
সহীহ ইবনে খুযায়মা ৩/৩৭ হা. ১৫৮৪ নামায অধ্যায়, ইমামের পিছনে মুক্তাদি দাঁড়ানো ও তার সুন্নাতসমুহের অধ্যায়সমষ্টি, আল্লাহ তাআলা সুরা ফাতেহা শেষে আমীন পাঠকারীর ডাকে সাড়া প্রদান পরিচ্ছেদ।

রুকুতে যায়, তোমরাও তখন রুকুতে যাও। সে যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে, তখন তোমরা রাব্বানা লাকাল হামদ' বল।[৬১]

উক্ত হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, জোরে আমীন বলবে না। বরং আস্তে আমীন বলবে। কেননা ইমাম জোরে তাকবীর বলে, মুক্তাদী আস্তে তাকবীর বলে। তেমনিভাবে ইমাম জোরে ফাতেহা পড়ার পর মুক্তাদীগণ আস্তে আমীন বলবে। আল্লামা নিমাবী রহ. বলেন- উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিহ হয় যে, ইমাম জোরে আমীন বলবে না।[৬২]

قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ وَائِلٍ، أَوْ سَمِعَهُ حُجْرٌ، مِنْ وَائِلٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَرَأَ: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ: " آمِينَ " وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ.

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর রা. বলেন, রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নামাযের ইমামতি করলেন যখন গাইরিল মাগদযুবী আলাইহিম ওয়ালায্যা'ল্লীন পড়লেন নিম্নস্বরে "আমীন"বললেন।[৬৩] হাদীসটি সহীহ।

আল্লামা হাকেম নিসাপুরী রহ. বলেছেন-

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه

হাদীসটি ইমাম বুখারী রহ. ও ইমাম মুসলিম রহ. এর শর্ত অনুযায়ী সহীহ।

আল্লামা যাহবী রহ. ও বলেন-

على شرط البخاري ومسلم

হাদীসটি ইমাম বুখারী রহ. ও ইমাম মুসলিম রহ. এর শর্ত অনুযায়ী সহীহ ।[৬৪]

জ্ঞাতব্য- উক্ত হাদীসটি নিয়ে কারো কারো ভিন্ন মত থাকলেও তা বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী সঠিক নয়। কেননা দ্বিমত পোষনের জন্য যে উদ্বৃতি দেয়া হয়, তা নিম্নরুপ।

শু'বা উক্ত হাদীসের মধ্যে কয়েকটি ভুল করেছেন।

---

[৬১] . সহীহ মুসলিম হা. ৯৫৯, নামায অধ্যায়, মুক্তাদিগণ ইমামের অনুসরণ করবে পরিচ্ছেদ।

[৬২] . আসারুস সুনান পৃ. ১৪২, হা. ৩৮১, নামাযের বৈশিষ্টাবলী অধ্যায়, আমীন জোরে বলা নয় পরিচ্ছেদ।

[৬৩] . মুসনাদে আহমদ ৩১/১৪৬ হা.১৮৮৫৪, মুসনাদে আবু দাউদ তয়ালুসি হা.১১১৭, মু'জামে কাবির লি তাবরানি হা.০৩, সুনানুল কুবরা লি বায়হাকি হা.২৪৪৭।

[৬৪] . আল মুস্তাদরাক ২/২৫৩ হা. ২৯১৩ তাফসীর অধ্যায়, রাসুল সা. এর ঐসকল ক্বেরাত যা সহীহ সনদে বণিত হয়েছে, তবে বুখারী ও মুসলিমে তা উল্লেখ হয় নি।

অভিযোগ ও তার উত্তর

১. নং অভিযোগ- সনদের মধ্যে হুজর ইবনুল আম্বাস এর জায়গায় পরিবর্তন করে হজর আবীল আম্বাস বলেছেন।

১. নং অভিযোগের উত্তর- ইমাম শু'বা রহ. হুজর ইবনুল আম্বাস কে হুজর আবুল আম্বাস বলা ত্রুটি নয়। কেননা ইবনে হিব্বান রহ. মৃত্যু ৩৫৪ হিজরী বলেন।

حجر بن عنبس أبو السكن الكوفى وهو الذي يقال له حجر أبو العنبس

হুজর ইবনে আম্বাস,আবুস সাকান আল কুফী তাকে হুজর আবুল আম্বাসও বলা হয়।[৬৫]

হাফেজ আবুল বাশার মুহাম্মাদ আদ্দুলাবী রহ.মৃত্যু ৩১০ হিজরী বলেন।

ابو العنبس حجر

আবুল আম্বাস হজর।[৬৬]

খতীব বাগদাদী রহ.মৃত্যু ৪৬৩ হিজরী বলেন।

حجر بن عنبس ابو عنبس يقال ابو السكن الحضرمى

হুজর ইবনু আম্বাস, আবুল আম্বাস তাকে আবুস সাকান আল হাজরামীও বলা হয়।[৬৭]

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা একথা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমানিত হল যে, হুজর রহ. এর উপনাম দু'টি এক, আবুল আম্বাস, দুই, আবুস সাকান। মূলত হুজর রহ. এর পিতার নাম "আম্বাস" আর তার পিতার নামই তার উপনাম হিসাবে প্রসিদ্ধ হয়েছে। অতএব শু'বা রহ. হাদীসের বর্ণনায় হুজর আবুল আম্বাস বলা তার ত্রুটি হয়েছে একথা বলার কোন অবকাশ নেই। এরকম ভাবে হযরত সুফীয়ান রহ. ও হুজর আবুল আম্বাস বলে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। ইমাম দ্বারা কুতনী রহ. তার কিতাবে একটি সনদ উল্লেখ করেছেন সেখানে সুফয়ান রহ. হুজর আবুল আম্বাস বলেছেন।[৬৮]

উক্ত আলোচনা দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমানিত হল যে, হযরত শু'বা রহ. হাদীসের সনদ বর্ণনায় হুজর আবুল আম্বাস বলা কোন ত্রুটি নয়। আল্লাহ ভালো জানেন।

---

[৬৫]. কিতাবুস সিকাত ২/১০১ বর্ণনাকারী নং ৭৭০ কিতাবুত তাবিয়ীন, হা পরিচ্ছেদ।

[৬৬]. আলকুনা ওয়াল আসমা ২/৬৫ বর্ণনাকারী নং ১৩৩২

[৬৭]. তারীখে বাগদাদ ২/৬৫ বর্ণনাকারী নং ১৩৩২

[৬৮]. সুনানে দারাকুতনী ২/১২৭ হা. ১২৬৭

২. নং অভিযোগ-সনদের মধ্যে হুজর ইবনুল আম্বাস ও ওয়ায়েল রাযি. এর মাঝে একজন বর্ণনাকারী আলকামা বৃদ্ধি করেছেন।

২. নং অভিযোগের উত্তর- হযরত শু'বা রহ. সনদে হুজর ইবনুল আম্বাস ও ওয়ায়েল ইবনে হুজর রাযি. এর মাঝে আলকামা নামক একজন বর্ণনাকারী বৃদ্ধি করেছেন। কেননা উক্ত হাদীসের একজন বর্ণনাকারী সুফয়ান ছাওরী রহ. তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সেখানে আলকামা নামক বর্ণনাকারী উল্লে খ করেন নি। অতএব উক্ত সনদে আলকামা বৃদ্ধি হযরত শু'বার ত্রুটি।

সমাধান- হযরত হুজর আবুল আম্বাস রহ. উক্ত হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, আমি উক্ত হাদীসটি হযরত আলকামা থেকেও শ্রবণ করেছি। যেভাবে ওয়ায়েল রাযি. থেকে শ্রবণ করেছি। হযরত সুলাইমান ইবনে দাউদ ইবনে জারূদ রহ. তার মুসনাদে উল্লেখ করেছেন।

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ حَجْرًا أَبَا الْعَنْبَسِ قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ وَائِلٍ وَقَدْ سَمِعْتُهُ عَنْ وَائِلٍ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ آمِيْنَ خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ . رجال اسناده ثقات

হযরত হুজর আবুল আম্বাস রহ. উলেন আমি আলকামা থেকে শ্রবণ করেছি তিনি হাদীস বর্ণনা করেন ওয়ায়েল থেকে, এবং আমি উক্ত হাদীসটি সরাসরি ওয়ায়েল থেকে ও শ্রবণ করেছি। তিনি রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে নামায আদায় করেছেন যখন তিনি গাইরীল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন বললেন তখন আমীন নিম্নস্বরে বললেন।[৬৯]

সনদসূত্রে হাদীসটি সহীহ।

হুজর আবুল আম্বাস রহ. এর উক্ত কথার দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, কখনো তিনি আলকামার সনদে আবার কখনো ওয়ায়েলের সনদে বর্ণনা করেন এবং দু'টিই সঠিক। অতএব সুফিয়ান সাওরী রহ. বর্ণনায় তিনি আলকামা রহ. এর সনদ উল্লেখ করেন নি। আর হযরত শু'বা রহ. বর্ণনায় আলকামা এর সনদে উল্লেখ করেছেন। এবং উভয়টি সহীহ। অতএব হযরত শু'বা রহ. এর বর্ণনায় কোন ত্রুটি হয়নি। সুতরাং হাদীসটি সনদসূত্রে সহীহ।

[৬৯] . মুসনাদে আবী দাউদ তয়ালেসী ১/৫৭৭ হা. ১১১৭ মুসনাদে ওয়ায়েল ইবনে হুজর।

৩. নং অভিযোগ-উক্ত হাদীসের মতনে اضطراب ইজতিরাব রয়েছে।

কেননা শু'বার এক বর্ণনায় رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ উচ্চস্বরে এবং অন্য রেওয়াতে أَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ নিম্নস্বরে রেওয়ায়েত রয়েছে ,অতএব হাদীসটি মুযতারিব।

৩. নং অভিযোগের উত্তর- উক্ত হাদীসে মতনে اضطراب ইযতেরাব রয়েছে। কেননা হযরত শু'বা রহ. এক বর্ণনায় رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ তিনি উচ্চস্বরে আমীন বলেছেন। অন্য রেওয়ায়েخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ নিম্নস্বরে, হযরত ইমাম বায়হাকী রহ. তার সুনানে কুবরা একটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করছেন, সেখানে উচ্চস্বরের কথা উলেখ হয়েছে।[৭০]

সমাধান- হযরত শু'বা রহ. থেকে خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ অর্থাৎ নিম্নস্বরে বলেছেন। বর্ণনাকারী আবু দাউদ তয়ালেসী, মুহাম্মাদ ইবনে জাফর, ইয়াজিদ ইবনে জুরাইক, ওমর ইবনে মারঝুক।

হযরত শু'বা থেকে رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ উচ্চস্বরে আমীন বলবে, একক বর্ণনাকারী আবু ওয়ালিদ তয়লেসী এবং তার থেকে ইবরাহিম ইবনে মারঝুক বর্ণনা করেছেন। আর ইবরাহিম ইবনে মারঝুক এর ব্যাপারে ইবনে হজর আসকালানী রহ. বলেছেন

عمي قبل موته فكان يخطىء ولا يرجع

অর্থাৎ ইবরাহিম ইবনে মারঝুক মৃত্যুর পূর্বে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ভুল করতেন কিন্তু তা থেকে রুজু করেন নি।[৭১]

অতএব হযরত শু'বা রাহ. থেকে خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ নিম্নস্বরের হাদীসটি محفوظ তথা সংরক্ষিত। সুতরাং হযরত শু'বা রহ. হাদীসে اضطراب ইযতিরাবের দাবিটাও অবান্তর।

عَنْ سَمُرَةَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ سَكَتَ هُنَيْهَةً وَإِذَا قَرَأَ (وَلاَ الضَّالِّينَ) سَكَتَ سَكْتَةً فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَكَتَبَ فِى ذَلِكَ إِلَى أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَتَبَ أَنَّ الأَمْرَ كَمَا صَنَعَ سَمُرَةَ .

---

[৭০] . আসসুনানুল কুবরা বায়হাকী ২/৩৬১ হা. ২৫০১
[৭১] . তাকরীবুত তাহযীব ১/৯৪ বর্ণনাকারী নং ২৪৮

হযরত সামুরা রাযি. থেকে বর্ণিত; তিনি যখন নামায শুরু করতেন সেখানে থামতেন এবং যখন ওয়ালায্যাল্লী'ন পড়তেন তখন সেখানেও থামতেন। এটিকে অস্বীকার করা হলে এবিষয়ে হযরত উবায় ইবনে কা'ব রাযি. এর কাছে চিঠি লিখে পাঠানো হল, তিনি এর প্রতি উত্তরে লিখেছিলেন, নিশ্চয় বিষয়টি এমন যেমন সামুরা করেছে।[৭২]

আল্লামা নিমাবি রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[৭৩]

হাদীসটি দ্বারাও বুঝা গেল, সুরা ফাতেহার পর আস্তে আমীন বলতেন। জোরে আমীন বলতেন না। তবে তা বর্ণনায় আসতো।

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ : خَمْسٌ يُخْفِيْنَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ! وَبِحَمْدِكَ ، وَالتَّعَوُّذَ ، وَبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ، وَآمِيْنَ، وَاللَّهُمَّ ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ .

হযরত ইব্রাহিম নাখায়ী রহ. বলেন, পাঁচ জায়গায় আস্তে। ১. সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা (অর্থাৎ নামাযের সানা), ২. আউযুবিল্লাহ, ৩. বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, ৪. আমীন, ৫. আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ।[৭৪]

আল্লামা নিমাবি রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[৭৫]

অতএব উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ হল যে, কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে যেভাবে আমীন বলা সুন্নাত সেরকমভাবে আস্তে আমীন বলাও সুন্নাত ও উত্তম।

আল্লাহ তাআলা সকলকে আমল করার তৌফিক দান করুন।

অকিল উদ্দিন যশোরী
সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ,
গফুর ভিউ এ/১৫৫৫, রাজাখালী, জাক্তাই, চট্টগ্রাম।

২৪ শাওয়াল ১৪৩৬ হিজরী।
১০ আগষ্ট ২০১৫ ঈসায়ী।
রাত ১১: ৪৭ মিনিট।

---

[৭২] . সুনানে দারাকুতনী ১/৪৪৫ হা. ১২৯১ নামায অধ্যায়, ইমামের সাকতার জায়গাসমূহ মুক্তাদিও কেরাতের জন্য।
[৭৩] . আসারুস সুনান পৃ. ১৪৩ হা. ৩৮৩ নামাযের বৈশিষ্টাবলী অধ্যায়, আমীন জোরে বলা নয় পরিচ্ছেদ।
[৭৪] . আল মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক ২/৮৭ হা. ২৫৯৭, নামায অধ্যায়, ইমাম যা আস্তে পড়বে পরিচ্ছেদ।
[৭৫] . আসারুস সুনান পৃ. ১৪৬ হা. ৩৮৬ নামাযের বৈশিষ্টাবলী অধ্যায়, আমীন জোরে বলা নয় পরিচ্ছেদ।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. কুরআন শরীফ
২. তাফসীরে ইবনে কাসীর- ইসমাঈল ইবনে কাসীর
৩. বুখারী - মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল
৪. মুসলিম - মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ
৫. আবু দাউদ - সুলায়মান ইবনে আশআস
৬. তিরমিযি- মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা
৭. ইবনে মাজাহ-মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযিদ
৮. আলমুস্তাদরাক- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ
৯. মুসনাদে আহমাদ- আহমাদ ইবনে হাম্বল
১০. মুসনাদে আবী ইয়া'লা- আহমাদ ইবনে আলী
১১. মুসনাদে আবী দাউদ তয়ালেসী- সূলায়মান ইবেন দাউদ
১২. সহীহ ইবনে খুযায়মাহ- মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক
১৩. সহীহ ইবনে হিব্বান- মুহাম্মাদ ইবনে হিব্বান
১৪. সুনানে দারাকুতনী- আলী ইবনে ওমর
১৫. আলমু'জামুল কাবীর-তবরানী- সুলায়মান ইবনে আহমাদ
১৬. আলমু'জামুল ওয়াসীত- ইবরাহিম, আহমাদ, হামেদ, মুহাম্মাদ
১৭. আলমুসান্নাফ, আব্দুর রায্যাক- আব্দুর রায্যাক ইবনে হাম্মাম
১৮. এ'লামুল মুআক্কিঈন- মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর
১৯. আলইলালুল ওয়ারিদাহ ফিল আহাদীসিন নববীয়্যাহ- আলী ইবনে ওমর
২০. আসারুস সুনান- মুহাম্মাদ ইবনে আলী
২১. আততালীকুল হাসান- মুহাম্মাদ ইবনে আলী
২২. আলইনসাফ- ইবনে আব্দিল বার
২৩. তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল- ইউসুফ ইবনে আব্দুর রহমান
২৪. মিযানুল ই'তিদাল- মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ
২৫. কিতাবুস সিকাত- মুহাম্মাদ ইবনে হিব্বান
২৬. আলকুনা ওয়াল আসমা-
২৭. তাকরীবুত তাহযীব- আহমাদ ইবনে আলী
২৮. তারীখে বাগদাদ- আহমাদ ইবনে আলী
২৯. আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া- নিযামুদ্দীন
৩০. লিসানুল আরব- মুহাম্মাদ ইবনে মুকাররাম
৩১. তাজাল্লিয়াতে সফদর- আমীন সফদর

লেখকের গ্রন্থাবলী

* সহীহ হাদীসের আলোকে
  নামাযে নাভির নিচে হাত বাঁধা সুন্নাত
* পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে
  ইমামের পিছনে কেরাত পড়া নিষিদ্ধ
* পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে
  নামাযে আস্তে আমীন বলা উত্তম
* সহীহ হাদীসের আলোকে
  রাফউল ইয়াদাইন না করার বিধান
* সহীহ হাদীস ও ইসলামী ফিকহের আলোকে
  নামাযে নারী ও পুরুষের ব্যবধান
* সহীহ হাদীসের আলোকে
  বিতর নামায ও রাকাত সংখ্যা
* সহীহ হাদীসের আলোকে
  ছয় তাকবীরে ঈদের নামায
* সহীহ হাদীসের আলোকে
  কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি
* সহীহ হাদীসের আলোকে
  তাবিজ ব্যবহার ও তার হুকুম
* পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলেকে
  পবিত্রতাবিহীন কুরআন স্পর্শ করা হারাম
* সহীহ হাদীসের আলোকে
  সালাতুর রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
* হানাফী ও আহলে হাদীস সমাচার